ঠান্ডা পরবর্তী সময়ে বোরো ধান পরিচর্যায় কৃষক ভাইদের করণীয়

বাংলাদেশে সাধারণত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই গড় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের উপরে উঠতে থাকে এবং তখনই বোরো ধানে প্রথম ও দ্বিতীয় ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করা হয়। যা গাছের পাতা ও কুশির বাড়-বাড়তিতে এবং ধানের ফলন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু এবছর

- দীর্ঘমেয়াদে ঠান্ডা (ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও গড় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের কাছাকাছি বিরাজ করছে)
- মেঘলা আকাশ (সূর্যকিরণের স্বল্পতা)
- সার প্রয়োগ করার পরেও নাইট্রোজেনের পাশাপাশি পটাশ, সালফার এবং জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে

ফলে বোরো ধানের পাতা ও কুশির বাড়-বাড়তি অনেক কম এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পাতা হলুদ-বাদমী রং ধারণ করেছে। এমতাবস্থায় বোরো ধানের অধিক ফলন পেতে করণীয়-

❖ বর্তমানে দেশের মধ্যাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত গড় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের উপরে ও দিনের বেলা উচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের কাছাকাছি বিরাজকরছে, সেক্ষেত্রে সারের সাধারণ মাত্রায় উপরি প্রয়োগের পাশাপাশি নিম্নোক্তহারে বিঘা প্রতি (৩৩ শতাংশ) অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/বিঘা)	
	স্বল্প মেয়াদি জাত	দীর্ঘ মেয়াদি জাত
ইউরিয়া	১৩	১৫
এমওপি	৬	৬
জিপসাম	৪	৪
দস্তা	১	১

তবে দীর্ঘ মেয়াদি জাতের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে আরেকবার একই হারে **শুধুমাত্র ইউরিয়া** প্রয়োগ করতে হবে।

❖ দেশের উত্তরাঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তাপমাত্রা এখনো ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের কম থাকায় যখন তাপমাত্রা বাড়বে তখন উপোরোক্ত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

❖ হাওড়াঞ্চলে যেখানে সারের উপরি প্রয়োগ শেষ হয়নি সেখানে উল্লিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে। আর যেখানে সারের উপরি প্রয়োগ শেষ হয়েছে সেসকল জমিতে ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট এবং ২০ গ্রাম জিংক সালফেট ১০ লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ৭ দিন ব্যবধানে দুই বার স্প্রে করতে হবে।

❖ আবহাওয়ার বর্তমান অবস্থা এবং ধানের বৃদ্ধির বর্তমান পর্যায়ে পাতা ব্লাস্ট রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ দেখা দিলে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৮ গ্রাম ট্রাইসাইক্লাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন- ট্রুপার অথবা প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৬ গ্রাম নাটিভো ভাল ভাবে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ৭ দিন ব্যবধানে ২ বার স্প্রে করতে হবে। চারার পাতার উপরের শিশির শুকানোর পর যেকোন সময় স্প্রে করা যাবে।

❖ বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ধানের জমিতে কালো মাথা মাজরা পোকার উপদ্রব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই পোকার হাত থেকে ফসলকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত মাত্রায় কীটনাশক যেমন- সানটাফ ৫০এসপি, ডার্সবান ২০ইসি ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া, পাতা মোড়ানো পোকার জন্য অনুমোদিত মাত্রায় কীটনাশক যেমন- সাকসেস ২.৫এসসি, ডার্সবান ২০ইসি ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট